দৈনিক খবর 184

তারিখ 30 DEC 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ক্যাম্পাসে কালও সশস্ত্রদের মহড়া : উত্তেজনা বাড়ছে

॥ নজরুল ইসলাম মিন্টু ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুনরায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাপকসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন থাকলেও প্রতিদিন রীতিমত মহড়া ও পাল্টা মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

গতকালও বিকেলে ২৫/৩০ জনের একদল সশস্ত্র যুবককে সূর্যসেন, মোহসীন হল ও জসীমউদ্দিন হল এলাকা থেকে একযোগে টিএসসি ও শামসুন্নাহার হল এলাকার দিকে মহড়া দিতে দেখা গেছে। এ সময় টিএসসি এলাকায় অবস্থানরত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের পদযাত্রার দিকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেছে। কেউ কেউ সংঘর্ষের আশংকা করে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দু'দল সশস্ত্র ছাত্রের মধ্যে গুলী বিনিময়ের পর থেকে ক্যাম্পাসে একরকম চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতি এবং তাদের তৎপরতায় গতকাল বড়রকম কোন সংঘর্ষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে।

গত ২৭শে অক্টোবর সংঘর্ষে ৪ জন নিহত হবার পর একদল ছাত্র মারমুখো হয়ে ওঠে। বেশ কিছুদিন প্রায় বিচ্ছিন্ন কিছু গোলাগুলীর শব্দ শোনা যেত। তারপরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ ছিল না। কোন পক্ষের একজন ছুরিকাহত হলে দেখা যেত পরের দিন বিবদমান অন্য পক্ষের আরেকজন ছুরিকাহত হচ্ছেন। তারপর ২/৩ দিন ক্যাম্পাস শান্ত থাকার পর ঘটল গত বৃহস্পতিবারের গোলাগুলীর ঘটনা।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ অনুষ্ঠিত হবার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির

শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

ক্যাম্পাসে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মবিরতি প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছে বলে একটি দায়িত্বশীল মহল জানায়। আগামী ২রা নভেম্বর এ ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন। গতকাল অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্ততঃ তাই নির্দেশ করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দকে পুনরায় বৈঠকে বসার জন্য ডেকেছেন। শিক্ষক সমিতির সংবাদ সম্মেলনে একথা বলা হয়। অবশ্য শিক্ষক সমিতির মূল দাবী হচ্ছে সন্ত্রাস বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যাতে ছাত্র-শিক্ষক সবাই নিরাপত্তার মধ্যে তাদের পাঠ সমাপন করতে পারে। কি ধরনের পদক্ষেপকে আপনারা সন্ত্রাস বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ বলে গ্রহণ করবেন জানতে চাইলে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ জানান, মূলতঃ অস্ত্রধারীদের দলমত নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে গ্রেফতার করতে হবে, অবৈধ অস্ত্র সরবরাহ যাতে বন্ধ হয় সেজন্য কর্তৃপক্ষকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং অস্ত্রবাজদের প্রকাশ্যে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন দায়িত্বশীল পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে সরকার ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত সংঘর্ষের পর একজন পুলিশ কনস্টেবল তার রাইফেলের ম্যাগজিন খুলে দেখান এবং বলেন, 'দ্যাখেন ভাই রাইফেল লোড করা আছে, আর যদি কেউ গুলী ছোঁড়ে তাহলে তাকে লক্ষ্য করে গুলী করা হবে। গুলীর অর্ডারআছে।'

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ইদানীং পুলিশের তৎপরতা বেশ জোরদার। গতকাল বিকেলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার এরশাদের নেতৃত্বে একটি বিশেষ স্কোয়াড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম এলাকায় তল্লাশী অভিযান চালায়। এসময় ঐ এলাকায় সবকিছু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোন অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রভোস্ট কমিটির সভায় গতকাল আবাসিক হলসমূহে কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বেশ কিছুদিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা হল ত্যাগ করলেও বহিরাগতের আনাগোণা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যবস্থা নিরসনের লক্ষ্যেই প্রভোস্ট কমিটি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে পুলিশের হস্তক্ষেপ আশাকরেন।